

# বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট



**প্রশ্ন ▶ ১** কাজল তার বন্ধুদের সাথে পাকিস্তান শাসনামলের একটি নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করার সময় জানায় যে, সে নির্বাচনে জয়ী হয়ে একজন নেতা কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনের পর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন পূর্ব বাংলার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে আরও বৃদ্ধি করে। **ম**

◀ **শিখনফল:** ২ ও ৫

- ক. মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১  
খ. সংস্কৃতি হচ্ছে শিক্ষালব্ধ বিষয়—ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. কাজল যে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেছিল সে নির্বাচনে উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. তুমি কি মনে কর, এই ধরনের নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

## ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

**খ** প্রকৃতিগত দিক থেকে সংস্কৃতি হচ্ছে শিক্ষালব্ধ বিষয়। আমরা জানি, সংস্কৃতি জৈবিকভাবে মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় না। এটি সামাজিকভাবে শিখতে হয়। মানুষ প্রতিনিয়ত ভাষা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, প্রথাসহ শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি নতুন নতুন সংস্কৃতি গ্রহণ করে যুগের পর যুগ সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে। আর এজন্যই সংস্কৃতিকে শিক্ষালব্ধ বিষয় বলা হয়।

**গ** কাজল ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছিল।

উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনিই কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৫২-এর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে জেল থেকে মুক্তি লাভের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তৎকালীন একজন কোটিপতি মুসলিম লীগ নেতার বিরুদ্ধে তিনি ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। ১৯৫৪ সালে শেখ মুজিব কেন্দ্রীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালিদের জাতীয়তাবোধ আরও সুদৃঢ় হয়। ফলে তারা স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখতে থাকে যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের পাহাড়সম ষড়যন্ত্র বাঙালিদের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। এর অন্যতম উদাহরণ হলো ১৯৬২ সালের শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক, উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা এবং একই সাথে জাতীয় ভাষার জন্য একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তনের চেষ্টা ইত্যাদি। এসব বিষয়বলির বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলনে নামে। বাংলার ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতিবিদসহ সাধারণ লোকজন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের অর্জিত আস্থার প্রতি বিশ্বাসী হতে শুরু করে। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব ও প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার রায় প্রদান করে। পূর্ব বাংলায় বাঙালিদের শাসন দেখতে তারা যে আগ্রহী তা প্রকাশিত হয় এবং চূড়ান্তভাবে অনেকেই দেশ স্বাধীনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। ফলে দিন দিন আন্দোলন বৃদ্ধি পায় এবং একসময় দেশ স্বাধীন হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি প্রমাণ করে যে, জনগণই সব ক্ষমতার উৎস যা তাদের স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতিতে পরিণত করে।

**প্রশ্ন ▶ ২** ‘ক’ গ্রামে দখলদার গোষ্ঠী দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ অন্যায়ভাবে শোষণ ও লুণ্ঠন করে আসছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গ্রামের সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেতৃস্থানীয় আদনান সাহেবকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দেন এবং তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলেও দখলদার গোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে নেতৃস্থানীয় আদনান সাহেব পুরো গ্রামকে একটি ক্রিকেট টিমে যতজন সদস্য থাকে ততভাগে বন্টন করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং অবশেষে গ্রামটি শত্রুমুক্ত হয়।

◀ **শিখনফল:** ৪

- ক. কখন পূর্ববঙ্গ প্রদেশে সৃষ্টি করা হয়? ১  
খ. ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন অধ্যায়- ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকে কোন নির্বাচনের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত নির্বাচনের ফলাফল তুলে ধরো। ৪

ক ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়।

খ ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন অধ্যায়।

১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধীদলীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান অধিকার বিপ্লবিত বাঙালির পক্ষে যে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে এ আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে অবিভক্ত পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রতিফলন ঘটেছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতন হয়। ইয়াহিয়া খান দেশের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির মুখে তিনি ১৯৭০ সালে দেশে সাধারণত নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ২৩ বছরের শাসনামলে এটিই ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। কিন্তু ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়। 'ক' গ্রামে ও অনুরূপ নির্বাচনেরই ইজিত রয়েছে।

সূত্রাং বলা যায়, উদ্দীপকে তৎকালীন পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা ইজিকৃত নির্বাচন তথা ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অব্যাহত, সূচ্য ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং বাকি ২টি আসনের মধ্যে একটিতে জয়লাভ করেন পাকিস্তান মুসলিম লীগ পার্টির প্রধান নুরুল আমিন এবং অপরটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায়। এছাড়া জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত ৭টি মহিলা আসনের সব কটিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। সর্বমোট ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭টি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৩০০টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরদিকে, জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩৮টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে ৮৩টি আসনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি জয়লাভ করে। তার দল মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪২.২ ভাগ পায়। বাকি ৫৫টি আসনের ৪২টিতে অন্যান্য দল এবং ১৩টিতে নির্দলীয় প্রার্থীগণ জয়লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, পূর্ব বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে।

প্রশ্ন ৩ নাবিলা বানু বর্তমানে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। তার দেশে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল তখন তার বয়স ছিল মাত্র

১৩ বছর। এখন তার বয়স ৫৮ বছর। অতীতের স্মৃতির মধ্যে তার মনে আছে, দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব বছরে দেশে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। সে নির্বাচনের গুরুত্ব দেশটির স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরিসীম। ওই নির্বাচনে জয়লাভ করেও দেশের এক মহান নেতা ক্ষমতায় বসতে পারেননি। ষড়যন্ত্র করে তার দেশের জনগণকে ক্ষমতার বাইরে রাখা হয়েছিল।

◀ শিখনফল: ৪ ও ৫

ক. কারা বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল? ১

খ. ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের নাবিলা বানুর স্মৃতিতে যে নির্বাচনের তথ্য রয়েছে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে মহান নেতার কথা বলা হয়েছে তিনিই বাঙালি জাতির মুখপাত্র— মূল্যায়ন কর। ৪

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল।

খ ১৯৬৮-৬৯ সালের ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় যা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

পাকিস্তান জন্মের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান, সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করে আসছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করে। আইয়ুব সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দু অংশ প্রথমবারের মতো এক সাথে আন্দোলনে নামে। তাদের এ আন্দোলন বাঙালির জাতীয়তাবোধের চেতনাকে উজ্জীবিত করে। সর্বস্তরের জনগণের দাবির মুখে গণআন্দোলন শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

গ উদ্দীপকে নাবিলা বানুর স্মৃতিতে যে নির্বাচনের তথ্য রয়েছে তা হলো ১৯৭০ সালের নির্বাচন। কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় ১৯৭১ সালে আর তার আগের বছর নির্বাচন হলো ১৯৭০-এর নির্বাচন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশ এবং বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার পিছনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক বেশি। আর এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। এ নির্বাচন ইয়াহিয়া খান মেনে নিতে পারেন নি। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। কারণ আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়। এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসন-শোষণের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

ঘ উদ্দীপকে যে মহান নেতার কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর তিনিই বাঙালি জাতির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নীলনকশা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসিত একটি মৌলিক গণতন্ত্রী সংবিধান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ তারিখে প্রবর্তিত হয়। সামরিক আইন জারির পরই বাঙালি জাতির সুযোগ্য নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৪ মাস কারাভোগের পর ১৯৫৯ সালে ডিসেম্বরে তিনি মুক্তি পান। ১৯৬২

সালের ২৪ জুন শেখ মুজিবসহ পাকিস্তানের ৯ জন নেতা ঘোষণা করেন, গণপ্রতিনিধি ছাড়া আর কেউ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার রাখেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি দলকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সর্বক্ষেত্রে তৎকালীন সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন।

**প্রশ্ন ▶ ৪** রিপনের দাদু তার নাতনিদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গল্প বলছিলেন। কিছু ঘটনা বলার পর রিপনের পাঠ্যবিষয়ের সাথে মিলে যাওয়ায় সে মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুরু করল। দাদু বললেন, তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য এমন কিছু কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন যার জন্যে তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। কিন্তু বাঙালির ঐক্যবন্ধ আন্দোলনের কাছে পাকিস্তানিদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যং হয়ে গিয়েছিল। **◀ শিখনফল: ৪**

- ক. ১৯৬৯ সালের কত তারিখে আইয়ুব খান শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন? ১
- খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচিসমূহের বিবরণ দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মামলার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

**খ** ১৯৭০ এর নির্বাচন এবং ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে ও ‘আগরতলা মামলা’ তুলে নিতে বাধ্য হন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে সামরিক সরকার বাধ্য হয়। গণঅভ্যুত্থানের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।



#### প্রশ্নব্যাংক

#### ▶ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

**প্রশ্ন ▶ ৫** সাজেদা রহমান শত সমস্যার মধ্যেও দেশের উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেন। তার অতীত অভিজ্ঞতা তাকে স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি মনে করেন এমন এক সময় ছিল যখন দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-জনতা মাতৃভাষায় কথা বলার জন্যে প্রাণ বিসর্জনেও রাজি ছিল। ভঙ্গ করেছিল ১৪৪ ধারা। গঠন করেছিল সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ, প্রাণ হারিয়ে মায়ের ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। এই জাতির উন্নয়ন নিশ্চিত বলে মনে করেন আশি বছর বয়সী সাজেদা রহমান।

**◀ শিখনফল: ১**

- ক. কত সালে জেনারেল আইয়ুব খান তার মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ঘোষণা করেন? ১
- খ. ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা উল্লেখ করো। ২

**গ** উদ্দীপকে রিপনের দাদু বঙ্গবন্ধুর কিছু কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলনের কথা বলেন, যা ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচিকে নির্দেশ করে। উক্ত কর্মসূচিগুলো হলো—

**দফা-১:** লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র।

**দফা-২:** বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল বিষয় অজরাষ্ট্র বা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

**দফা-৩:** পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলের জন্য পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

**দফা-৪:** অজরাষ্ট্র বা প্রদেশগুলোর কর বা শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে।

**দফা-৫:** পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্ব-স্ব অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

**দফা-৬:** নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অজরাষ্ট্রসমূহ প্যারামিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে।

**ঘ** বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত ছয় দফা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়। এ দাবির প্রতি মানুষের সমর্থন দেখে শঙ্কিত হন আইয়ুব খান। পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদিত পাট বিক্রির টাকা ছিল পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রা আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস। কিন্তু এই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতিতে ব্যয় করা হয়। বড় বড় চাকরিতে বাঙালিকে খুব কম সুযোগ দেওয়া হতো। স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এত সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। তাই ষড়যন্ত্র করতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। ছয় দফা আন্দোলনকে দমন করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। বাঙালি নেতাদের বিরুদ্ধে বলা হয়, তারা ভারতের আগরতলায় বসে ভারতের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানের ক্ষতি করতে চাচ্ছে। পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল নেতাদের রাষ্ট্রদ্রোহী সাব্যস্ত করে তাদের ওপর অত্যাচার করবে এবং গোপন বিচারে ফাঁসি দিয়ে বাঙালির আন্দোলন থামিয়ে দেবে।

গ. সাজেদা রহমান যে আন্দোলন সংগ্রাম থেকে অনুপ্রেরণা পান তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের মর্যাদা ও সম্মান শুধু জাতীয়ভাবে নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪



**প্রশ্ন ▶ ১** ফেব্রুয়ারি মাস এলেই অশীতিপর আরমান সাহেবের বুক একটি আন্দোলনকে মনে করে গর্বে ভরে ওঠে। তার মানসপটে পুরনো দিনের অনেক ঘটনা ভেসে ওঠে। যেমন- ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ। সেদিন তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন, ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’। তবে বাংলার দামাল ছেলেরা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই অন্যায় আচরণ মাথা পেতে মেনে নেয়নি। **◀ শিখনফল-১**

- ক. তদানীন্তন পাকিস্তানের শতকরা কত ভাগ লোকের ভাষা বাংলা ছিল? ১
- খ. ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় কেন? ২
- গ. আরমান সাহেব কোন আন্দোলনকে মনে করে গর্ববোধ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত আন্দোলনের গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** তদানীন্তন পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ লোকের ভাষা বাংলা ছিল।

**খ** পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের ভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়। আর এরই প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়।

**গ** আরমান সাহেব ভাষা আন্দোলনকে মনে করে গর্ববোধ করেন। ভাষা আন্দোলনের সূচনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন, ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।’ এরপর ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর মতো পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেন। তবে বাংলার দামাল ছেলেরা পাকিস্তানি শাসক-গোষ্ঠীর এই অন্যায় আচরণ মাথা পেতে মেনে নেয়নি। তারা বৃকের তাজা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় করে নিয়েছে। উদ্দীপকে অশীতিপর আরমান সাহেবের মানসপটে ভেসে ওঠা ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটা ঘটনাটি এ ভাষা আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** উক্ত আন্দোলন হলো ভাষা আন্দোলন। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম পূর্ব বাংলার জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে।
২. ভাষা আন্দোলন এদেশের ছাত্রসমাজকে প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।
৩. ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্র-জনতা, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কৃষক-শ্রমিক সকল পেশার মানুষ এক কাতারে এসে দাঁড়ায়। ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক সংহতি বা ঐক্যের সৃষ্টি হয় এবং এ আন্দোলনের ফলে পূর্ব বাংলায় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়।
৪. ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙে বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে।
৫. ভাষা আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে ছিল একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন মাত্র। কালক্রমে তা একটি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ নেয়।

**প্রশ্ন ▶ ২** ‘ক’ গ্রামে দখলদার গোষ্ঠী দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ অন্যায়ভাবে শোষণ ও লুণ্ঠন করে আসছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গ্রামের সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেতৃস্থানীয় আদনান সাহেবকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দেন এবং তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলেও দখলদার গোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে নেতৃস্থানীয় আদনান সাহেব পুরো গ্রামকে একটি ক্রিকেট টিমে যতজন সদস্য থাকে ততভাগে বন্টন করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং অবশেষে গ্রামটি শত্রুমুক্ত হয়। **◀ শিখনফল-৪**

- ক. কখন পূর্ববঙ্গ প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়? ১
- খ. ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন অধ্যায়- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন নির্বাচনের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত নির্বাচনের ফলাফল তুলে ধরো। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়।



খ ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন অধ্যায়।

১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধীদলীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান অধিকার বঞ্চিত বাঙালির পক্ষে যে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে এ আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে অবিভক্ত পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রতিফলন ঘটেছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতন হয়। ইয়াহিয়া খান দেশের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির মুখে তিনি ১৯৭০ সালে দেশে সাধারণত নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ২৩ বছরের শাসনামলে এটিই ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। কিন্তু ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়। ‘ক’ গ্রামে ও অনুরূপ নির্বাচনেরই ইজিৎ রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে তৎকালীন পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা ইজিৎকৃত নির্বাচন তথা ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং বাকি ২টি আসনের মধ্যে একটিতে জয়লাভ করেন পাকিস্তান মুসলিম লীগ পার্টির প্রধান নুরুল আমিন এবং অপরটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায়। এছাড়া জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত ৭টি মহিলা আসনের সব কটিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। সর্বমোট ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭টি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৩০০টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরদিকে, জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩৮টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে ৮৩টি আসনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি জয়লাভ করে। তার দল মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪২.২ ভাগ পায়। বাকি ৫৫টি আসনের ৪২টিতে অন্যান্য দল এবং ১৩টিতে নির্দলীয় প্রার্থীগণ জয়লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, পূর্ব বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে।

প্রশ্ন ৩ নাবিলা বানু বর্তমানে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। তার দেশে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। এখন তার বয়স ৫৪ বছর। অতীতের স্মৃতির মধ্যে তার মনে আছে, দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব বছরে দেশে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। সে নির্বাচনের গুরুত্ব দেশটির স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরিসীম। ওই নির্বাচনে জয়লাভ করেও দেশের এক মহান নেতা ক্ষমতায় বসতে পারেননি। ষড়যন্ত্র করে তার দেশের জনগণকে ক্ষমতার বাইরে রাখা হয়েছিল।

শিখনফল: ৪ ও ৫

ক. কারা বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল? ১

খ. ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের নাবিলা বানুর স্মৃতিতে যে নির্বাচনের তথ্য রয়েছে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে মহান নেতার কথা বলা হয়েছে তিনিই বাঙালি জাতির মুখপাত্র— মূল্যায়ন কর। ৪

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল।

খ ১৯৬৮-৬৯ সালের ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় যা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

পাকিস্তান জন্মের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান, সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করে আসছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করে। আইয়ুব সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দু অংশ প্রথমবারের মতো এক সাথে আন্দোলনে নামে। তাদের এ আন্দোলন বাঙালির জাতীয়তাবোধের চেতনাকে উজ্জীবিত করে। সর্বস্তরের জনগণের দাবির মুখে গণআন্দোলন শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

গ উদ্দীপকে নাবিলা বানুর স্মৃতিতে যে নির্বাচনের তথ্য রয়েছে তা হলো ১৯৭০ সালের নির্বাচন। কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় ১৯৭১ সালে আর তার আগের বছর নির্বাচন হলো ১৯৭০-এর নির্বাচন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশ এবং বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার পিছনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক বেশি। আর এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। এ নির্বাচন ইয়াহিয়া খান মেনে নিতে পারেন নি। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। কারণ আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়। এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসন-শোষণের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

ঘ. উদ্দীপকে যে মহান নেতার কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর তিনিই বাঙালি জাতির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নীলনকশা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসিত একটি মৌলিক গণতন্ত্রী সংবিধান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ তারিখে প্রবর্তিত হয়। সামরিক আইন জারির পরই বাঙালি জাতির সুযোগ্য নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৪ মাস কারাভোগের পর ১৯৫৯ সালে ডিসেম্বরে তিনি মুক্তি পান। ১৯৬২



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

### উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৪. একজন সৈনিক এক আলোচনা সভায় বক্তৃতা রাখতে গিয়ে তার কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি এমন একটি সংগ্রামের কথা বলছিলেন, যেটিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, ছাত্র ও যুব সংগঠন সমর্থন জানায়। এ সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাংলার ছাত্রজনতা জীবন দিয়ে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যা এখন আন্তর্জাতিক দিবসে পরিণত হয়েছে। ◀ শিখনফল-১ ও ২

- ক. আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় কত সালে? ১
- খ. ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সৈনিকের বক্তৃতায় উল্লিখিত সংগ্রাম কোন আন্দোলনকে ইজিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি উক্ত আন্দোলনের মাঝে নিহিত ছিল”— বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় ১৯৪৯ সালে।

খ. ছয় দফা দাবিতে বাঙালির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তির কথা ছিল বলে একে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নানাভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হতে থাকে। এ অবস্থার অবসান এবং পূর্ববাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে দাবিসমূহ পেশ করেন, তা ছয় দফা কর্মসূচি হিসেবে অভিহিত। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালি জাতির ‘মুক্তির সনদ’ বা ‘ম্যাগনাকার্টা’।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ. ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “ভাষা আন্দোলনের মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ নিহিত ছিল”— উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করো।

সালের ২৪ জুন শেখ মুজিবসহ পাকিস্তানের ৯ জন নেতা ঘোষণা করেন, গণপ্রতিনিধি ছাড়া আর কেউ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার রাখেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি দলকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সর্বক্ষেত্রে তৎকালীন সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন।

প্রশ্ন ▶ ৫. করিমের বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে ছিলেন। করিম প্রশ্ন করে জহুরুল হক কে বাবা? বাবা বলেন, তিনি একজন জাতীয় নেতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে একটি আন্দোলনে তিনি শহিদ হন। তার নামেই হলটির নামকরণ করা হয়েছে। ◀ শিখনফল- ৪

- ক. ১৯৬২ সালে আইয়ুবের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কারা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে? ১
- খ. পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারি হওয়ার কারণ বর্ণনা করো ২
- গ. করিমের বাবা কোন আন্দোলনটির কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আন্দোলনে জহুরুল হকের অবদান পর্যালোচনা করো। ৪

### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৬২ সালে আইয়ুবের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে।

খ. পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং সামরিক বাহিনী যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে থাকে। ফলে সংসদ ও সরকার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। কেন্দ্র এবং প্রদেশে ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী ক্ষমতা দখলের জন্যে অপেক্ষায় ছিল। প্রাদেশিক পরিষদে যুক্তফ্রন্টভুক্ত কৃষক প্রজা পার্টির এমপিগণ ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর দিকে চেয়ার ছুঁড়লে তিনি গুরুতর আহত হয়ে মারা যান। এরই সুযোগ নিয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারি করেন।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে সার্জেন্ট জহুরুল হকের অবদান আলোচনা করো।